ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মিসরের শার্ম আল শেখে আসন্ন কপ২৭ জলবায়ু সম্মেলন

জলবায়ু অর্থায়নে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আহ্বান টিআইবির

০১ নভেম্বর ২০২২, ঢাকা

মিসরের শার্ম আল শেখ শহরে ০৬ নভেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হতে যাওয়া কপ২৭/জলবায়ু সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, প্রশমন এবং এ সংক্রান্ত অর্থায়নকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১ সালে গ্লাসগো জলবায়ু সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করেন যে, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প যুগ থেকে কমপক্ষে ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। ইতোমধ্যে তাপমাত্রা ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অব্যাহত তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্যারিস চুক্তিতে নির্ধারিত বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্প উন্নয়নের সময় থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এবং সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা "লাইফ সাপোর্টে" চলে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছে।[১] তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বব্যাপী ঘনঘন বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় এবং দাবানলের ঘটনা ইতোমধ্যে প্রকট হয়েছে। কার্বন নিঃসরণকারী জীবাশ্ম জ্বালানি, বিশেষকরে কয়লার ব্যবহার ও রপ্তানি বেড়েছে এবং কয়লাভিত্তিক জ্বালানি প্রকল্পে অর্থায়নও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারি এবং ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ জলবায়ু সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে।

বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম এবং উন্নত দেশের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম তহবিল সংকটে পড়েছে। উন্নয়শীল ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসংক্রান্ত কার্যক্রমে উন্নত দেশের সহায়তা কমেছে।[২] উন্নয়নশীল দেশের জন্য ক্ষতিপূরণবাবদ প্রতিশ্রুত উন্নয়নসহায়তার "অতিরিক্ত" ও "নতুন" প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল প্রদানে শিল্পোন্নত দেশগুলো ব্যর্থ হয়েছে। উন্নত দেশের বাধার মুখে ২০২১ সালে জলবায়ু সম্মেলনে ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবিলায় আলাদা তহবিলও গঠন করা হয়নি। কপ২৬ সম্মেলনের ওপর ভিত্তি করেই এ বছর জলবায়ু সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়ন, অভিযোজন, প্রশমন, ক্ষয়-ক্ষতি (loss and damage) তহবিল গঠন ও উন্নত স্বচ্ছতা কাঠামোসহ বিবিধ বিষয় আলোচনা হবে।[৩] তবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, বিশেষকরে অর্থায়নসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে নিম্নলিখিত ঘাটতিসমূহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও অর্থায়নে অনিশ্চয়তা

প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল প্রদানে ব্যর্থতা: প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল প্রদান বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু অর্থায়ন পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ২০২০ সাল থেকে প্রতিবছর জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানে উন্নত দেশসমূহ ব্যর্থ হয়েছে,[৪] যা ১.৫ ডিগ্রি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। জলবায়ু তহবিল "উন্নয়ন সহায়তার বাড়তি" এবং "নতুন এবং অতিরিক্ত" হলেও কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই উন্নয়ন সহায়তার সাথে জলবায়ু অর্থায়নকে মিলিয়ে গত দুই বছরে উন্নত দেশসমূহ ৮৩.৩ বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল।[৫] তাই এ বছর জলবায়ু সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার করে ২০২০-২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতিশ্রুত মোট ৬০০ বিলিয়ন ডলার সময়াবদ্ধভাবে সরবরাহে উন্নত দেশগুলোকে রাজি করানো।

তহবিলের অপর্যাপ্ততা: ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলের চাহিদা প্রতিবছর ১৪০-৩০০ বিলিয়ন ডলার হবে।[৬] তাপমাত্রা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির ফলে ২০০৯ সালে প্রতিশ্রুত প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার এখন আর পর্যাপ্ত নয়।[৭] তাই ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ক্রমবর্ধমান অভিযোজন ও প্রশমন চাহিদা মেটানোর জন্য অর্থায়নের নতুন সম্মিলিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ জরুরি। কেবল অভিযোজনের জন্য বাংলাদেশের প্রতিবছর ৫.৭ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।[৮] কিন্তু ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৭১০ মিলিয়ন ডলার আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে পেয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।[৯] এ ছাড়া জলবায়ু তহবিলের টাকা কোন উৎস হতে, কখন ও কীভাবে দেওয়া হবে এবং ২০২৫ সালের পর অর্থ সরবরাহের রোডম্যাপ না থাকায় অর্থায়ন নিয়ে অনিশ্চিয়তা বাড়ছে।

---

[১] জাতিসংঘ মহাসচিবের ভাষণ, ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-03-21/secretary-generals-remarks-economist-sustainability-summit

[২] জাতিসংঘ, এপ্রিল ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.uneca.org/stories/global-impact-of-war-in-ukraine-on-food%2C-energy-and-finance-systems

[৩] কপ-২৭ ওয়েবসাইট, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_01E.pdf?download

[৪] নেচার, ২০ অক্টোবর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02846-3

[৫] ওইসিডি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন https://bit.ly/3U3UoEx

[৬] এনার্জি ট্রাকার এশিয়া, অক্টোবর, ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3N9rUXy

[৭] রেস টু রেজিলিয়েন্স, রেস টু জিরো, ৩০ আগস্ট ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3TDMemd

[৮] অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ২০১৫, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3N7rT6y

[৯] ঢাকা ট্রিবিউন, ২ জানুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত: https://www.dhakatribune.com/climate-change/2021/01/02/climate-finance-in-bangladesh-a-critical-review

জলবায়ু অর্থায়নে ঋণের প্রসার ও দ্বৈত গণনা: প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা না থাকায় "নতুন" এবং "অতিরিক্ত" সহায়তাকে ঋণ হিসেবেও প্রদান করা হচ্ছে।[১০] এখন পর্যন্ত প্রদত্ত মোট বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের ৭০ শতাংশই ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। জিসিএফ তহবিল প্রাপ্তিতে কঠিন মানদণ্ড নির্ধারণ করায় প্রয়োজনীয় জলবায়ু তহবিল পাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ জিসিএফ নিবন্ধন নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অনুদানের সাথে ঋণের প্রসার করছে। এ ছাড়া উন্নয়ন সহায়তাকে জলবায়ু তহবিল হিসেবে দেখানোর ফলে প্রদত্ত অর্থ অনেক ক্ষেত্রে দুইবার গণনা ও রিপোর্ট করা হয়েছে, যা অনৈতিক।

অভিযোজন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচারে ঘাটতি

ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজনকে অনাগ্রাধিকার: ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য অভিযোজন অগ্রাধিকার হলেও এখাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। ২০২০ সালে দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক, সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে প্রদত্ত বৈশ্বিক মোট জলবায়ু অর্থের মাত্র ৩২ শতাংশ অভিযোজন এবং ৫৮ শতাংশ প্রশমন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি ১০ শতাংশ অর্থ অভিযোজন ও প্রশমন একত্রে মিলিয়ে (ক্রস-কাটিং) বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জলবায়ু অর্থায়নের প্রধান মাধ্যম জিসিএফ–এ অভিযোজন এবং প্রশমন খাতে ৫০ঃ৫০ অনুপাত বজায় রাখার কথা থাকলেও ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাবে এই অনুপাত ৩৮ঃ৬২। এক্ষেত্রে অভিযোজনের জন্য ৪.১০ বিলিয়ন ডলার এবং প্রশমনের জন্য ৬.৭০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।[১১]

সময়াবদ্ধ প্রকল্প বাস্তবায়নে ঘাটতি: জিসিএফসহ তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড় ও কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নে নীতিমালা ও জবাবদিহিতা নেই। অর্থ ছাড়ে রয়েছে দীর্ঘসূত্রিতা। ২০১৫ সালে জিসিএফ প্রথম যেসব প্রকল্প অনুমোদন দেয়, তার একটি হলো ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (সিআরআইএম) প্রকল্প। বাংলাদেশে বাস্তবায়নরত প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০১৫- ২০২৪ সাল হলেও প্রকল্পটির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত এই প্রকল্পে অনুমোদিত মোট অর্থের মাত্র ৭ শতাংশ ছাড় করা হয়েছে।[১২] জিসিএফ বাংলাদেশের সাতটি প্রকল্পে ৩৭৪ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন দিলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৫.৬ মিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে।[১৩] প্রকল্প তহবিল ছাড় এবং বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে জলবায়ু উপদ্রুত এলাকায় দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতি বেড়েই চলেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষায় ঘাটতি: সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হলো ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও সম্পদ সুরক্ষা, বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও পুনরুদ্ধার, জীবন-জীবিকা রক্ষা ও ক্ষতি এড়ানো। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্থায়ন নেই, নেই কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। অন্যদিকে উন্নয়নের নামে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক প্রকল্পে অর্থায়ন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উন্নত দেশগুলো কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।[১৪] কয়লা প্রকল্পের ফলে বন ধ্বংস, পানি দূষণসহ জীববৈচিত্র্যেও ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বৈশ্বিক ও জাতীয় উদ্বেগ উপেক্ষা করে, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার ভিত্তিতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা ছাড়াই সুন্দরবনের মতো পরিবেশ সংবেদনশীল বনের কাছে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প ও ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে।

অভিযোজন কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম: গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি–জিইএফসহ প্রধান জলবায়ু তহবিল ও এর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।[১৫] বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডসহ অভিযোজন কার্যক্রমেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।[১৬] ট্রাস্ট তহবিল প্রকল্পের ৩৫ শতাংশ অর্থ অত্মসাৎ এবং ৮০ শতাংশ প্রকল্পের কাজ নিম্নমানের করা হয় বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।[১৭]

প্রশমন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি

ব্যাপকভিত্তিক জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার অব্যাহত ও জলবায়ু ঝুঁকি বৃদ্ধি: উন্নত দেশগুলো প্রশমনসহায়ক প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর তরান্বিত করা এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমানোতে সম্মত হলেও বাস্তব চিত্র উল্টো। দেশগুলো ২০৩০ সাল নাগাদ জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার ১১০ ভাগ বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে কয়লার উৎপাদন ২৪০ শতাংশ বাড়ানোর পরিকল্পনা হচ্ছে।[১৮] কপ২৬ সম্মেলনে কয়লা ব্যবহার বন্ধের (ফেজ আউট) প্রচেষ্টা ভারত, সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়ার বাধায় ভেস্তে যায় এবং কয়লার ব্যবহার কমানোর (ফেজ ডাউন) সিদ্ধান্তেই দেশগুলো সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সম্মেলনে কয়লার ব্যবহার কমানোর ঘোষণা দেওয়া

---

[১০] ডেইলি স্টার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3m41Jpt; ডেইলি স্টার, ২৮ জুলাই, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3AZbvgN

[১১] জিসিএফ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন, https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard

[১২] জিসিএফ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.greenclimate.fund/project/fp004?f[]=field_date_content:2021

[১৩] জিসিএফ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন, https://www.greenclimate.fund/countries/bangladesh#documents

[১৪] মার্কেট ফোর্স ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3C79Y9A

[১৫] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://images.transparencycdn.org/images/220406_TI_Report_Corruption_free_climate_finance.pdf

[১৬] জিসিএফ ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3f4j9l7

[১৭] লন্ডন স্কুল অফ ইকোনোমিক্স ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3D9wNLO

[১৮] দ্য প্রডাকশন গ্যাপ রিপোর্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://productiongap.org/2021report/

দেশগুলোর অর্ধেকই উল্টো কয়লার ব্যবহার বাড়িয়েছে, যার মধ্যে চীন ৯ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্র ১৪ শতাংশ বাড়িয়েছে।[১৯] বাংলাদেশও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ বন্ধের ঘোষণা দেয়নি। চলমান এবং প্রস্তাবিত কয়লা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে ১১৫ মিলিয়ন টন বাড়তি কার্বন ডাইআক্সাইড নিঃসরণ করবে[২০] যা কার্বন নিঃসরণ কমানো সংক্রান্ত সরকারের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনেও অগ্রগতি হয়নি। বাংলাদেশ সংশোধিত জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) জমা দিলেও কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের বাড়তি কোনো কার্যক্রম ও পরিকল্পনা প্রদান করেনি, বরং খসড়া ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যানে (আইইপিএমপি) কয়লা ও এলএনজিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ঘাটতি: জীবাশ্ম জ্বালানি খাত বৈশ্বিক মোট কার্বনের তিন-চতুর্থাংশ নিঃসরণ করে, যা তাপমাত্রা দ্রুতই ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্য দায়ী।[২১] ২০২১ সালে জ্বালানি খাতে কার্বন নিঃসরণ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২২] ইউরোপের ৫০টি দেশ ২০৫০ সালের মধ্যে "নেট-জিরো" লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সংশোধিত আইএনডিসি বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলেও তারা পরিবহন, ইস্পাত ও ভারী শিল্পখাত থেকে অপর্যাপ্ত কার্বন নিঃসরণ কমানোর পরিকল্পনা দিয়েছে।[২৩] তাদের প্রদত্ত সংশোধিত প্রতিশ্রুতি কার্বন হ্রাসে বৈশ্বিক মোট ঘাটতির মাত্র ২০ শতাংশ পুষিয়ে দিতে পারবে।[২৪] তাই "নেট-জিরো" অর্জনে সকল দেশকে এনডিসিতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা আরও বৃদ্ধি করে পূর্বনির্ধারিত ২০২৫ সালের আগেই তা সংশোধনে মতৈক্য জরুরি।[২৫]

উন্নত স্বচ্ছতা কাঠামোর বিবিধ শর্তে শিথিলতা: আইএনডিসি বাস্তবায়নে ২০১৮ সালে প্যারিস পরিকল্পনা (রুলবুক) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা গৃহীত হলেও রুলবুকের উন্নত স্বচ্ছতা কাঠামোর (এনহ্যান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক) আওতায় প্রতিবেদন প্রস্তুতে কিছু শর্ত শিথিল রাখা হয়েছে। অর্থায়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে যে কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে, তা মেনে চলাও বাধ্যতামূলক নয়। ফলে দেশগুলো অস্বচ্ছ তথ্যের ভিত্তিতে গ্যাস নির্গমন, অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম এবং প্রদত্ত ও প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা সংবলিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। উন্নত দেশসহ অধিকাংশ দেশ তুলনাযোগ্য, সম্পূর্ণ এবং সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করেনি।[২৬] ফলে কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ উন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশে কী পরিমাণ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে এবং কী পরিমাণ কার্বন নির্গমন কমিয়েছে, তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করার কোনো ব্যবস্থাও নেই।[২৭]

ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় আলাদা তহবিল গঠনে উন্নত দেশের বাধা ও অনুদানভিত্তিক বরাদ্দে ঘাটতি

ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় অনুদানভিত্তিক বরাদ্দে ঘাটতি রয়েছে। প্যারিস চুক্তিতে "ক্ষয়-ক্ষতির" (loss and damage) বিষয়টি অভিযোজন থেকে আলাদা বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে ওয়ারসো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের আওতায় সান্তিয়াগো নেটওয়ার্ক অন লস এন্ড ড্যামেজ গঠন করা হলেও, এর পরিচালনাপদ্ধতি এখনও নির্ধারণ করা হয়নি।[২৮] উন্নত দেশসমূহের বিবিধ বাধার মুখে (ক্ষয়-ক্ষতির বিষয় সরাসরি অস্বীকার করা, এজেন্ডা থেকে ক্ষয়-ক্ষতিবিষয়ক আলোচনা বাদ দেওয়া, সিদ্ধান্তসংক্রান্ত নথিতে ভাষাগত পরিবর্তন করা) "ক্ষয়-ক্ষতি" মোকাবিলায় গত ৩০ বছরেও আলাদা কোনো তহবিল গঠন করা হয়নি।[২৯] উল্লেখ্য, লস এন্ড ড্যামেজের বিষয়টি কপ২৭ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক আলোচনার এজেন্ডায়ও অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।[৩০] এ ছাড়া অনুদানভিত্তিক ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে, উন্নত দেশগুলো বিমা কার্যকর করায় গুরুত্ব দিচ্ছে, যা ক্ষতিগ্রস্তদের বিমার বোঝাসহ দুর্ভোগ আরও বাড়াবে।

আসন্ন কপ২৭ সম্মেলনে টিআইবির প্রত্যাশা

এ প্রেক্ষিতে আসন্ন কপ২৭ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতিসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিম্নোক্ত দাবিগুলো পেশ করছে–

---

[১৯] দ্যা স্ট্রাটিজিস্ট, বিস্তারিত দেখুন: https://www.aspistrategist.org.au/the-worlds-appetite-for-coal-was-increasing-even-before-the-ukraine-war/

[২০] মার্কেট ফোর্স ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.marketforces.org.au/bangladesh-choked-by-coal/

[২১] গ্লোবাল এনার্জি আউটলুক ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.rff.org/publications/reports/global-energy-outlook-2021-pathways-from-paris/ ; আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector

[২২] জাতিসংঘ ২০২২, https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-03-21/secretary-generals-remarks-economist-sustainability-summit

[২৩] ওইসিডি ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.oecd.org/greengrowth/GGSD2019_IssuePaper_CementSteel.pdf

[২৪] ইমিশন গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন-https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2020/

[২৫] জাতিসংঘ ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.un.org/en/climatechange/cop26

[২৬] ইউএনএফসিসিসি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3m4rvtr

[২৭] সেন্টার ফর ক্লাইমেট এন্ড এনার্জি সলুইশন, ৩ জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.c2es.org/2021/06/transparency-of-action-issues-for-cop-26/

[২৮] ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভলপমেন্ট, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3WioV3p

[২৯] ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভলপমেন্ট, বিস্তারিত দেখুন: https://drive.google.com/file/d/1YikIwuccKBT2RInnPAhOJl5p_PiHtLwV/view

[৩০] দ্যা থার্ড পোল, জুন ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thethirdpole.net/bn/464/94029/

বাংলাদেশ কর্তৃক কপ২৭ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য

১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে উন্নত দেশগুলোকে প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল প্রদান এবং ২০২০-২০২৫ মেয়াদের জন্য প্রতিশ্রুত মোট ৬০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুতে সমন্বিত দাবি উত্থাপন করতে হবে;
২. জলবায়ু অর্থায়নের জন্য নতুন সম্মিলিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে উন্নয়নশীল ও ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্রগুলোর সাথে একত্রে কাজ করতে হবে;
৩. কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা আরও বৃদ্ধি করে ২০২৫ সালের আগে এনডিসি সংশোধনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
৪. উন্নত স্বচ্ছতাকাঠামোর প্রতিশ্রুতি পূরণে শিথিলতা পরিহার এবং অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;
৫. জিসিএফসহ জলবায়ু তহবিলে ঋণ নয়, অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করতে হবে;
৬. ক্ষয়-ক্ষতিবিষয়ক আলাদা তহবিল গঠন করতে হবে; ঝুঁকি বিনিময়ে বিমার পরিবর্তে অনুদানভিত্তিক অর্থ প্রদান করতে হবে;
৭. সান্তিয়াগো নেটওয়ার্ক অন লস অ্যান্ড ড্যামেজ এর পরিচালনাপদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক, তা কার্যকরে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৮. জিসিএফসহ জলবায়ু তহবিল থেকে সময়াবদ্ধ প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করতে হবে; ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজন ও প্রশমনবিষয়ক ৫০ঃ৫০ অনুপাত মেনে অর্থায়ন করতে হবে;
৯. ২০২২ সালের পরে সকল দেশকে নতুন কোনো কয়লানির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের করণীয়

১০. ইউক্রেন যুদ্ধপ্রসূত অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলার বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জসমূহের ওপর প্রাধান্য অব্যাহত রাখতে হবে;
১১. জীবন-জীবিকা, বন ও পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পায়ন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত পরিবেশের প্রভাব নিরূপণ সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে;
১২. একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপসহ প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান–আইইপিএমপিতে কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দিতে হবে;
১৩. জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে আইইপিএমপি প্রণয়ন করতে হবে;
১৪. বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ খাতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;
১৫. সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করে প্রশমনবিষয়ক কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে; বিশেষকরে, এখাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে;
১৬. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পে সুশাসন, শুদ্ধাচার ও বিশেষকরে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

*****

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি-৫, সড়ক-১৬ (নতুন), (পুরাতন ২৭), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org